দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ FEB. 18 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

36

ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প প্রসঙ্গে

আমাদের দেশে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারীভাবে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত। কোন আবেদন, নিবেদন, আন্দোলন বা দাবী ছাড়াই শুধু নারী শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াই বিগত সরকার দেশব্যাপী ছাত্রী উপবৃত্তি প্রথা চালু করেন। বর্তমান সরকারও ধারাবাহিকভাবেই উক্ত কার্যক্রম চালাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু কথা তাহা নয়। ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পের কিছু নীতি বা শর্ত ছিল। শহরাঞ্চলের বাহিরে সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতেই এই কার্যক্রম সীমাবদ্ধ, তবে মফস্বল শহরের স্কুলের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, ছাত্রী উপবৃত্তি প্রাপ্তির প্রধান দুইটি শর্ত হইতেছে (১) স্কুলের কর্মদিবসের শতকরা ৭৫ ভাগ উপস্থিতি এবং (২) প্রতি পরীক্ষায় প্রতি পেপারে শতকরা ৪৫ ভাগ নম্বর প্রাপ্তি। নিঃসন্দেহে নারী শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে ইহা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যেসব ছাত্রী স্কুল পরিত্যাগ করে নাই এবং যেসব ছাত্রীর বিবাহ হয় নাই, সেইসব ছাত্রীরই কেবল টাকা পাইবার কথা থাকিলেও প্রায় শুরু হইতেই অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপক অনিয়ম লক্ষ্য করা যাইতেছে। উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের অনেকে অন্য স্কুলে চলিয়া গিয়াছে, কলেজে পড়াশোনা করিতেছে, অনেকে বিবাহিতা কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগকারী। ভুয়া এবং অবৈধ ছাত্রীদের নামেও টাকা ওঠানো হয়। উপবৃত্তি প্রদানের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিয়মিত উপস্থিতির মাধ্যমে ছাত্রীদের সুশিক্ষা লাভে সহায়তা বা উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মহৎ এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য দারুণভাবে ব্যাহত হইয়া আসিতেছে। কতিপয় দুর্নীতিবাজ শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির এক শ্রেণীর সদস্যের যোগসাজশে, প্রয়োজনীয় নম্বর ও উপস্থিতির হার দেখাইয়া ছাত্রী বৃত্তির সরকারী টাকা আত্মসাৎ করা হইতেছে। এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছু লেখালেখি হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরও বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি রোধে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কে,এম, ইসলাম,
নয়াপুর, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।